

The background of the entire image is a photograph of a desert at sunset or sunrise. A large, bright sun is in the upper left, casting a warm orange glow. In the foreground, a camel is silhouetted against the sand dunes on the right side. The sand dunes are smooth and undulating, with some tracks visible in the sand.

ইজতে

রাসুলুল্লাহ (জাঃ)

মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন

প্রথম প্রকাশঃ

১১ই মার্চ, ২০২১ইং।

২৮ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ।

২৮ রজব, ১৪৪২ হিজরী।

আমার সকল শ্রদেয় উস্তাদ, মুরবিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, যাদের
মাধ্যমে আমি ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছি।

লেখক বার্তাঃ

আসসালামুআলাইকুম। প্রথমেই মহান আল্লাহর দরবারে লাখো শুকরিয়া এবং রাসূল (সাঃ) এর প্রতি দরুদ পাঠ করছি। আলহামদুলিল্লাহ্ , দীর্ঘ ২ বছরের পরিশ্রমের মাধ্যমে আপনাদের সামনে আমি অধম ”ইজ্জতু রাসুল্লাহ (সাঃ)” বইটি আনতে পেরেছি। বস্তুত অনেকগুলো পুরাতন কিতাব এবং পবিত্র কুরআন থেকেই এই বইয়ের সকল তথ্য সংগ্রহীত। এই বইটিতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব, দুই জাহানের বাদশা, আল্লাহর প্রিয় হাবিব, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই



বইটি পাঠ করে
আশা করি পাঠক
গণ সন্তুষ্ট হবেন।
যেহেতু এটি
আমার লেখা প্রথম
বই, তাই ভুল-
ত্রুটি ক্ষমা
করবেন।

----- মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন

(লেখক)

ইজ্জতে রাসুল্লাহ (সাঃ)

লেখকঃ

মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন

ডিজাইনঃ

মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন

টাইপিং :

মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন

চিত্রঃ

ইন্টারনেট

Copyright © 2020 **MOHAMMAD MAZBAH UDDIN**

Phone: [+8801406069231](tel:+8801406069231)

E-mail: mazbahuddin1114@gmail.com

Website: ➤ mazbah229.unaux.com

➤ <https://sites.google.com/view/mazbah716/home?>

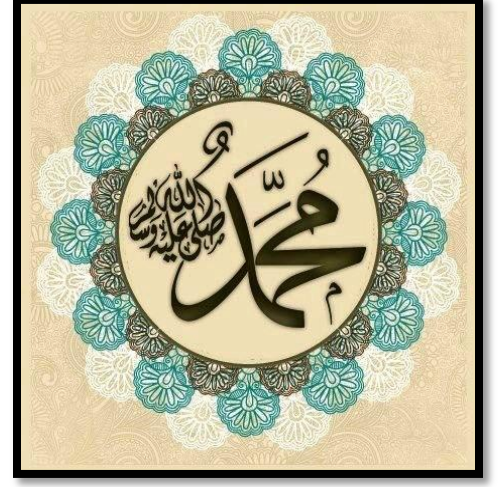
Address: [Chattogram,Bangladesh.](http://Chattogram,Bangladesh)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ইজ্জতু রাসুলুল্লাহ (সাঃ)

আমরা সবাই মুসলিম। আমরা এক আল্লাহর বিশ্বাসী। আমরা

বড়ই সৌভাগ্যবান যে আমরা সর্বশেষ নবির উম্মত এবং সেই
নবির নাম হলো হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)। যাকে আমরা
মরভূমির সূর্য বা মরুসূর্য বলে চিনি। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
ছিলেন।



আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, “তাকে সৃষ্টি না করলে আমি কিছুই সৃষ্টি করতাম না”।

একটি রেওয়া'আতে আছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা রাসূল (সাঃ) কে সর্বপ্রথম নূর আকারে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করলেও দুনিয়ার জমিনে হযরত আদম (আঃ)-কে প্রেরণ করেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত আদম (আঃ)-এর দেহে রুহ প্রবেশ করার পর জান্নাতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন, জান্নাতের প্রতিটি জায়গায় যেখানেই আল্লাহর নাম আছে তার পাশেই মুহাম্মদ (সাঃ) এর নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তখন তা দেখে আদম (আঃ) আল্লাহকে বললেন, “হে আল্লাহ্! তোমার নামের পাশে মুহাম্মদ নামটি কার?” আল্লাহ্ বলিলেন, “হে আদম! তিনি হলেন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবি এবং রাসূল। তিনি আমার হাবিব। তিনি নবিগণের সর্দার, তুমি যখন কোনো এক কারণে একটি গুরতর অপরাধ করবে তখন আমি তাঁর উসিলায় তোমায় ক্ষমা করবো।” আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন, “এক সময় আমি আল্লাহ্ ছিলাম গুপ্ত ভান্ডার, আমি আল্লাহকে আল্লাহ্ বলার মতো কেউ ছিলো না, তখন আমি একটি নূর সৃষ্টি করলাম, আর সেটিই ছিলেন মুহাম্মদ (সাঃ), আর আমি তাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না” একবার ভেবে দেখুন যে আমরা কার উম্মত!!

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়ালে মক্কা নগরির কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম আবদুল্লাহ্ এবং মায়ের নাম আমিনা। হযরত

মুহাম্মদ (সাঃ) সৎচরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি কখনোই মিথ্যা বলতেন না, সবসময় সত্য কথা বলতেন। তিনি ছিলেন মক্কা নগরিতে সকলের কাছে বিশ্বাসী, তাই সবাই তাঁকে আল-আমিন নামে ডাকতেন।

তিনি যত বছর বেঁচে ছিলেন আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন ছিলেন এবং “উম্মতি, উম্মতি” কেঁদেছিলেন। একদা গভির রাতে কাউকে না বলে মুহাম্মদ (সাঃ) এক পাহাড়ের নিচে উম্মতের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে গেলেন। তিনি গভির সিজদায় পড়ে গেলেন। তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে লাগলেনঃ “হে দয়াময় আল্লাহর, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার উম্মতদের জন্য আমার সুপারিশ মঞ্জুর করবে না আমি এই সিজদা থেকে উঠবোনা।” অন্যদিকে মক্কায় ফজরের আযান পড়ে গিয়েছে, নামাজ পড়াবেন মুহাম্মদ (সাঃ)। কিন্তু তার কোনো দেখা নেই। সবাই খুঁজো খুঁজি শুরু করলেন। আবু বক্কর সিদ্দিক (রাঃ) বললেন মুহাম্মদ (সাঃ) তো যেখানে যান আমাকে বলে যান, আজ আমায় যে কিছু বললেন না! মক্কার রান্নাঘরে রান্না হয়না, শিশুরা দুগ্ধপান করছে না, সবাই রাসূল (সাঃ)-কে খুঁজতে মগ্ন। দুইদিন কেটে গেল, রসূলের কোনো খবর নেই। তৃতীয় দিন হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) মক্কার শেষ প্রান্তে গেলেন। দেখলেন এক পাহাড়ের নিচে পাহাড়ের গর্তে নূরের আলোয় গর্ত আলোকিত হয়ে আছে। পাশে মাঠ, রাখালেরা ভেঁড়া চড়াচ্ছে, কিন্তু দেখা গেল ভেঁড়াগুলো পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে এবং নয়ন দিয়ে অশ্রু ঝড়ছে। এক রাখালকে হযরত আবু বক্কর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন- “তুমি কি আমাদের রাসূল (সাঃ) কে দেখেছো?” রাখাল উত্তর দিলো- “জানি না, তবে একজনকে দেখেছি যিনি ওই গর্তে তিন দিন ধরে সিজদায় পড়ে “উম্মতি, উম্মতি করে কাঁদছেন, আমাদের ভেঁড়াগুলো ওখান থেকে চলে আসার জন্য তিনদিন ধরে বেত্রাঘাত করছি, তারা বেত্রাঘাত খেতে রাজি কিন্তু ওখান থেকে আসতে রাজি না।” হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) বুঝলেন এ আর কেউ নন, বরং তিনিই আমাদের দয়াল নবি, রহমাতাল্লিল আ’লামিন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। ততক্ষণিক তারা গর্তে প্রবেশ করে দেখলেন রাসূল (সাঃ) সিজদায় পড়ে কাঁদছেন। ওমর (রাঃ) প্রথমে ডাকলেন কোনো সাঁড়া নেই, তার পড় তারা রাসূলের প্রিয় নাতি হযরত হাসান (রাঃ) এবং হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে এনে কথা বলালেন, তাঁর পড়ও কোনো শব্দ নেই। কিছুক্ষণ পর আবু বক্কর (রাঃ) বললেন- “হে রাসূল (সাঃ) আমি আপনার জন্য একবার সাঁপের

কামড় খেয়েছি, কথা দিলাম আপনার উম্মত যদি হাশরের ময়দানে কোনো কিছুতে আঁটকে যায় তাহলে আমি আবু বক্কর আমার সব সওয়াব দিয়ে দিব।”[সংক্ষেপিত]

এক সময় রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, “ওমর (রাঃ) এবং আবু বক্কর (রাঃ) এর সওয়াব কতটুকু?” রাসূল (সাঃ) এর উত্তরে বললেন- “আকাশে যতগুলো তারা বা নক্ষত্র জ্বলে এবং নিভে তাদের সমান হযরত ওমর (রাঃ) এর সওয়াবের সমান।” সবাই অবাক হলো এবং ভাবলো আবু বক্কর (রাঃ) এর সওয়াব ওমর (রাঃ) অপেক্ষা কম। তখন তাদের ভুল ভাঙিয়ে রাসূল (সাঃ) বললেনঃ “সমস্ত মানব জাতির সওয়াব যদি একটি পাল্লার এক প্রান্তে রাখা হয় এবং অপর প্রান্তে যদি হযরত আবু বক্কর (রাঃ)-এর সওয়াব রাখা হয় তবে আবু বক্করের (রাঃ) সওয়াবের প্রান্ত ভারি হবে” [সুবাহান’আল্লাহ্]

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত বিনয়ী সদালাপী, হাস্যোজ্জ্বল ও দয়ালু ছিলেন। ধনী, দরিদ্র, ইয়াতিম, অসহায়, রাজা-প্রজা সকলের সাথে তাঁর আচরণ ছিল অনুকরণীয়। তাঁর দয়া ও ভালোবাসা সকলের পাশাপাশি শিশুদের প্রতিও ফুটে ওঠে। তিনি শিশুদের প্রতি সদয় আচরণ করতেন। অন্যকেও তা করতে উৎসাহ দিয়েছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেনঃ “যে আমাদের শিশুদের প্রতি দয়া করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”[সুনানে তিরমিযি]

ক্রীতদাস থেকে শুরু করে নারী-পুরুষ, আত্মীয়-অনাত্মীয়, এমনকি জীবজন্তুর প্রতিও দয়া প্রদর্শন করতে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন-“জমিনে বসবাসকারীদের প্রতি দয়া কর, তাহলে আসমানবাসীরাও তোমাদের প্রতি দয়া করবে।” [সুনানে তিরমিযি]

তিনি মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালান। তাঁর সমস্ত জীবনই ছিল সংস্কারধর্মী। সমাজে তিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন।

সূরা আন-নাস্‌র নাজিল হওয়ার পর রাসূল (সাঃ) বুঝতে পারলেন যে, তাঁর দুনিয়া থেকে পর্দা করার সময় হয়েছে। তাই তিনি ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারী লক্ষাধিক সাহাবিকে সাথে নিয়ে হজ্জ করতে যান। এই হজ্জকে বিদায় হজ্জ বলে।

বিদায় হজ্বের ভাষণঃ

- হে সকল মানব! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। কারণ, আগামী বছর আমি থাকি কিনা জানিনা।
- আজকের এদিন,এ স্থান,এ মাস যেমন পবিত্র,তেমনি তোমাদের জীবন ও সম্পদ পরস্পরের নিকট পবিত্র।
- মনে রাখবে অবশ্যই একদিন সকলকে আল-হর সামনে উপস্থিত হতে হবে। সকলকে সেদিন নিজেদের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে।
- তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে তেমনই তোমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে।
- সর্বদা অন্যের আমানত রক্ষা করবে, পাপ কাজ করবে না এবং সুদ খাবে না।
- আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না। আর অন্যায়ভাবে একে অন্যকে হত্যা করবে না।
- মনে রেখো! দেশ,বর্ণ-গোত্র,সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মুসলমান সমান। আজ হতে বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব বিলুপ্ত হলো। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হলো আল্লাহর ভীতি বা সৎকর্ম।সে ব্যক্তিই সবচেয়ে সেরা যে নিজের সৎকর্ম দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।
- ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, পূর্বের অনেক জাতি এ কারণে ধ্বংস হয়েছে। নিজ যোগ্যতার বলে ক্রীতদাস যদি নেতা হয় তার অবাধ্য হবে না। বরং তার আনুগত্য করবে।
- দাস-দাসীদের প্রতি সদয়ব্যবহার করবে।তারা যদি কোনো অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলে তবে তাদের মুক্ত করে দেবে,তবে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না।কেননা তারাও তোমাদের মতোই মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। সকল মুসলিম একে অপরের ভাই।
- জাহিলি যুগের সকল কুসংস্কার ও হত্যার প্রতিশোধ বাতিল করা হলো। তোমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর বাণী এবং রাসূল তথা আমার আদর্শ রেখে যাচ্ছি। এতে যতদিন তোমরা আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা বিপদগামী হবে না।

- আমিই শেষ নবি,এর পর আর কোন নবি আসবেনা।
- তোমরা যারা উপস্থিত আছো তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দিবে।
এরপর রাসূল (সাঃ) আকাশের দিকে তাকিয়ে আওয়াজ করে বলতে লাগলেন, “হে আল্লাহ্! আমি কি আপনার বাণী সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে পেরেছি?” সাথে সাথে আওয়াজ এলঃ “হ্যাঁ”।
এরপর রাসূল(সাঃ) জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ “আল-বিদা”। (বিদায়)

**অতি তাড়াতাড়ি বাকি অংশ প্রকাশিত হবে,
প্রকাশিত হলে সাথে সাথে খবর পেতে এবং অন্যান্য বই পেতে**

ভিজিট করুনঃ

<http://mazbah229.unaux.com/e-books/>